ইউনিট 10

অগ্নিবীমা
Fire Insurance

ভূমিকা

আগুন মানুষের জীবন জীবিকার জন্য একান্ত অপরিহার্য ও নিত্যদিনের বন্ধু। আগুন যেমন মানুষের বন্ধু তেমনিভাবে এটি আবার দুঃখও বয়ে আনে মানুষের জীবনে। আর এ কারণেই শুরু হয়েছে অগ্নিবীমা। একবার ইংল্যান্ডে অগ্নিকান্ডে প্রচুর সম্পদ-সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছিল। এছাড়া যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ আর বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে আগুণে যে ক্ষতি হয়েছে মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। Fire is a good servant but a bad master। নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে আগুন আনুগত্য প্রকাশ করে কিন্তু একবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেলে এটি চরম দুঃখ ও বিপর্যয় বয়ে আনে। অগ্নিবীমা এ সকল ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এ ইউনিটে আমরা অগ্নিবীমার নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবো। তাহলে আসুন বিষয়গুলো জেনে নিই।

পাঠ- ১ সংজ্ঞা, তাৎপর্য ও নীতিমালা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

☞ অগ্নিবীমার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
☞ অগ্নিবীমার নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।

অগ্নিবীমার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য (Definition & Significance)

অগ্নিবীমা এক ধরনের সম্পত্তি বীমা। সম্পদ-সম্পত্তির সম্ভাব্য আগুনজনিত ক্ষতির অনিশ্চতয়তার কারণে মালিক বা বীমাযোগ্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট সেলামী প্রদানের প্রতিদানে ও বীমাকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দানের পারস্পরিক বা পাল্টাপাল্টি প্রতিশ্রুতিতে গঠিত চুক্তিকে অগ্নিবীমা বলে। অগ্নিবীমার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। আসুন আমরা এ সংজ্ঞাগুলো জেনে নিই।

R.S.Sharma বলেন, A fire insurance is as an agreement whereby one party in return for a consideration, undertakes to indemnify the other party against financial loss which the latter may sustain by reason of certain defined subject matter being damaged or destroyed by fire other defined perils upto an agreed amount. অর্থাৎ অগ্নি-বীমা একটি চুক্তি যার মাধ্যমে প্রতিদানের বিনিময়ে এক পক্ষ অপর পক্ষের বর্ণিত অন্য কোন বিপদে ক্ষতিগ্রস্ড় বা ধংস হলে সম্মতি বা চুক্তিতে বর্নিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দানের জন্য অঙ্গীকার করে)

সুনাম ধন্য বীমা লেখক ঘোষ ও আগরওয়ালার মতে Fire insurance is a contract whereby one party undertakes, in excehange for premium to indemnify the other against a loss or damage caused to indemnify the other against a loss or damage caused to specified property by firm during a particular period to the extent of definite sum. অগ্নিবীমা একটি চুক্তি যার মাধ্যমে সেলামীর বিনিময়ে এক পক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আগুনে অপর পক্ষের কোন সম্পত্তির ক্ষতি হলে সেটি অথবা তার একটি সীমা পর্যন্ত পূরণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

অগ্নিবীমার অপর একজন লেখক হল M.N. Misnra অগ্নিকান্ডের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ করে দেয়ার পদ্ধতিকে অগ্নিবীমা বলেছেন।

এবার আসুন আমরা অগ্নিবীমা নিয়ে উপর্যুক্ত সজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করি। আপনার কাছে নিশ্চয়ই নিচের বিষয়গুলো স্পষ্ট হবে: অগ্নিবীমা-

- একটি চুক্তি যার দুটি পক্ষ থাকে;
- একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি;

- চুক্তির বিষয়বস্তু হল সম্পত্তি;
- ক্ষতি সাধিত হতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে;
- আগুনে পুড়ে ক্ষতি হতে হবে;
- ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ক্ষতির সমান অথবা চুক্তিতে বর্নীত পরিমাণ হতে হবে।
- সেলামী হলো ক্ষতিপরূণের প্রতিদান এবং সেলামীর প্রতিদান হলো ক্ষতিপূরণ এবং
- বীমার বিষয়বস্তু পূর্ব থেকে ঠিক করা থাকে

অগ্নিবীমার মধ্যে ক্ষতিপূরণের নীতি অন্তর্ভুক্ত থাকায় যে কোন প্রকার অসৎ উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করা যায়। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পূর্ব থেকেই স্থির করা হয় এবং অগ্নিবীমা এই নীতি জনকল্যাণকে সমর্থন করে। জানা হলো অগ্নিবীমার মূল কথা। এবার আসুন আমরা জেনে নিই অগ্নিবীমার মূলনীতিমালাগুলো।

অগ্নিবীমার নীতিমালা

Principles of Fire Insurance

অগ্নিবীমার চুক্তি অন্যান্য সাধারণ চুক্তির মত একটি চুক্তি। সে কারণে অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে চুক্তির সাধারণ নীতিমালা ও অপরিহার্য উপাদানসমূহ সমানভাবে প্রযোজ্য। অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে নিচে বর্ণিত নীতিমালা বিশেষভাবে প্রযোজ্য:

১) ক্ষতিপূরণের নীতি : অগ্নিবীমা সম্পত্তি বীমার আওতাভুক্ত সে কারনে এটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি হিসেবে বিবেচিত। সে কারণে ক্ষতিপূরণ বীমাচুক্তির একটি অন্যতম অপরিহার্য নীতি ও বিষয়। অগ্নিবীমার ক্ষতিপূরণ নীতি অনুযায়ী সম্পাদিত চুক্তিতে দায়গ্রহীতা বীমাগ্রহীতাকে ক্ষতি হলে তা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। বীমা গ্রহীতা যতটা ক্ষতি হয়েছে ততটাই ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন। সংক্ষেপে এ ক্ষতিপূরণের নীতিকে নিচের মত করে বর্ণনা করা যায়ঃ

- ক্ষতি হলেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে;
- ক্ষতি যতটুকু হয়েছে ততটুকুই ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য অথবা প্রদেয়;
- অতিরিক্ত কিছু আদায় করলে তা বীমাকারীর প্রাপ্য;
- স্থলাভিসিক্ততার নীতি প্রযোজ্য হয়;
- একাধিক বীমাকারীর সাথে একই বিষয়বস্তু বীমাকৃত হলে বীমাগ্রহীতা সকল বীমাকারীর কাছ থেকে প্রকৃত ক্ষতিই আদায় করতে পারবেন

২) সদ্বিশ্বাসের নীতি (Principles of good faith): অগ্নিবীমা চুক্তির ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা ও বীমাকারী উভয়কেই পারস্পারিক দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ করে। তাদের একে অপরের উপর চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস রক্ষা করার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন তথ্য বীমাগ্রহীতা ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখতে পারবে না। তথ্য গোপনের জন্য বীমাচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। সে কারণে চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত সদ্বিশ্বাস রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। বিষয়বস্তু বা ঝুঁকি সংক্রান্ত কোন পরিবর্তন হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে বীমাগ্রহীতাকে বীমাকারী প্রতিষ্ঠানকে জানাতে হবে।

৩) বীমাযোগ্যস্বার্থ নীতি (Principles of insurable interest): অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে, বীমাযোগ্যস্বার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অগ্নিবীমায় চুক্তি সম্পাদন থেকে ক্ষতি সংঘটনের সময় পর্যন্ত একইভাবে বীমাযোগ্যস্বার্থ বর্তমান থাকতে হয়। অগ্নিবীমা শুধু প্রাকৃতিক ঝুঁকিই অন্তভুক্ত করে না এটি নৈতিক ঝুঁকিও অন্তর্ভুক্ত করে। বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ অবশ্যই থাকতে হবে। অন্যথায় এটি একটি জুয়া বা বাজি ধরার চুক্তিতে পরিণত হবে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্নিবীমার ভূমিকা ও গুরুত্ব

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যান্য বীমার মত অগ্নিবীমারও অবদান রয়েছে। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা উল্টালেই দেখা যায় যে দোকান-পাট, ঘর-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অগ্নিবীমা একমাত্র অবলম্বন। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি মজবুত করার জন্য অগ্নিবীমা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখছে। নীচে অর্থনেতিক উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্নিবীমার ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১। সম্পদ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ: অগ্নিবীমা কোম্পানি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এবং কোম্পানীর কাছ থেকে প্রিমিয়াম হিসেবে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। অর্থ বিনিয়োগ করা হয় দেশের বিভিন্ন ব্যবসায় ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে। এতে বীমা প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করে এবং দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, অগ্নিবীমা সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে মূলধন গঠন করে ও তা আবার বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে বেগবান করে।

২। শিল্পের উন্নয়ন: শিল্পের উন্নয়ন না করে একটি দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারে না। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগুনের কারণে প্রতিনিয়তই ঘটছে দুর্ঘটনা। অগ্নিকান্ডের ফলে ধ্বংস হচ্ছে শিল্পকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এ প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। আর্থিক ক্ষতির সাথে সাথে অনেক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া পর্যন্ত হয়েছে। অগ্নিকান্ডের কারণে এ ধরনের ক্ষতি দেশের অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বীমা কোম্পানীগুলো অগ্নি বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপর্যয় হতে রক্ষা করছে আমাদের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন অগ্নিবীমা আমাদের শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিত ও নিরাপদ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

৩। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার: ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া একটি দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারে না। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের রয়েছে অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি। এ ঝুঁকির বিপরীতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকলে ব্যবসা বাণিজ্যের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয় না। অগ্নিবীমা কোম্পানী ব্যবসায়ীদের এ দুশ্চিন্তা দূর করেছে। অগ্নিবীমা নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনেতিক উন্নয়নের গতিকে তড়ান্বিত করছে।

৪। আর্থিক বুনিয়াদ মজবুতকরণ: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের সাক্ষ্য বহন করে। অগ্নিবীমা অবকাঠামোগুলির অগ্নি-ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করে। এভাবে অগ্নিবীমা দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত ভিত্তি দৃঢ় করে।

৫। সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ: অগ্নিবীমায় প্রতিষ্ঠান বীমাকারী ব্যক্তিক ও সমষ্টিক বৃহত্তর ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে এবং পরে ক্ষতির অর্থ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বন্টন করে দেন। এভাবে অগ্নিবীমা মানুষকে চরম সর্বনাশ হতে রক্ষা করে। সুতারাং অগ্নিবীমা সমাজেরই কল্যাণ সাধন করে। সামাজিক এ কল্যাণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় অগ্নিবীমা মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে।

পাঠ সংক্ষেপ: ১০.১

Fire is a good servant but a bad master. অগ্নিবীমা এক ধরনের সম্পত্তি বীমা। অগ্নিকান্ডের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ করে দেয়ার পদ্ধতিকে অগ্নিবীমা। অগ্নিবীমার মধ্যে ক্ষতিপূরণের নীতি অন্তর্ভুক্ত থাকায় যে কোন প্রকার অসৎ উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করা যায়। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পূর্ব থেকেই স্থির করা হয় এবং অগ্নিবীমা এই নীতি জনকল্যাণকে সমর্থন করে। অগ্নিবীমা সম্পত্তি বীমার আওতাভুক্ত সে কারনে এটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি হিসেবে বিবেচিত। অগ্নিবীমায় চুক্তি সম্পাদন থেকে ক্ষতি সংঘটনের সময় পর্যন্ত একইভাবে বীমাযোগ্যস্বার্থ বর্তমান থাকতে হয়। অগ্নিবীমা সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে মূলধন গঠন করে ও তা আবার বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে বেগবান করে। অগ্নিবীমা আমাদের শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিত ও নিরাপদ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন।

১. অগ্নিবীমা কোন ধরনের চুক্তি?
   ক) বাজী ধরা
   খ) মুনাফা অর্জন
   গ) ক্ষতিপূরণ
   ঘ) ক্রয়-বিক্রয়

২. অগ্নিবীমা চুক্তির মূল বিষয়বস্তু কী?
   ক) মানুসের জীবন
   খ) সম্পত্তি
   গ) বীমাকারী
   ঘ) বীমা গ্রহীতা

৩. অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ক্ষতি প্রযোজ্য?
ক) অগ্নিজনিত খ) দুর্ঘটনা
গ) রাজনৈতিক ঘ) কোনটি নয়

৪. কোনটি অগ্নিবীমার মূলনীতি বহির্ভূত?
ক) ক্ষতিপূরণের নীতি খ) সদ্‌বিশ্বাসের চুক্তি নীতি
গ) বীমাযোগ্য স্বার্থের নীতি ঘ) বাজী ধরার চুক্তি নীতি

৫. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্নিবীমার অবদান কোনটি?
ক) মূলধন সৃষ্টি খ) সামাজিক শৃংঙ্খলা সৃষ্টি
গ) আগুণের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ঘ) আগুনের বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৬. অগ্নিবীমার সংজ্ঞা দিন।
৭. অগ্নিবীমার তাৎপর্য বর্ণনা করুন।
৮. অগ্নিবীমার তিনটি মূলনীতির বিবরণ দিন?
৯. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্নিবীমার অবদান বর্ণনা করুন।

১০. টীকা লিখুন।
ক. ক্ষতিপূরণের নীতি **খ.** সদ্‌বিশ্বাসের নীতি

পাঠ- ২ অগ্নিবীমাপত্রের প্রকারভেদ এবং কার্যাবলী
Kinds of Fire Insurance Policies

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ বিভিন্ন ধরনের বীমাপত্রের বিবরণ দিতে পারবেন;
- ☞ অগ্নিবীমার কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

১। মূল্যায়িত বীমাপত্র (Valued Policy): পূর্ববর্তী পাঠে আমরা জেনেছি অগ্নিবীমার বিষয়বস্তু হল সম্পত্তি। সুতরাং এ ধরনের বীমাপত্রের বেলায় বিষয়বস্তুর মূল্য আগে থেকেই নির্ধারণ করা হয় এবং বীমাকৃত সম্পত্তি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বীমাকারী এ মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ বীমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদান করতে বাধ্য থাকেন। দাবী পূরণের সময় সম্পত্তির মূল্যের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হয়না। কারণ এটি পূর্বনির্ধারিত। বীমাপত্র গ্রহণ করার সময় মূল্যায়িত বীমাপত্রে বীমাকৃত সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

২। অমূল্যায়িত বীমাপত্র (Unvalued Policy): অ-মুল্যায়িত বীমাপত্র মূল্যায়িত বীমাপত্রের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ অমূল্যায়িত বীমাপত্রে বীমাদাবীর পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজার মূল্যে নির্ধারিত হয়। যেহেতু বাজার মূল্যে ক্ষতিপূরণের কথা থাকে সে কারণে এ বীমাপত্রের বেলায় বীমাগ্রহণের আগে বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা হয় না; পরে আগুনে সম্পত্তি বিনষ্ট হলে adjuster নিয়োগ করে তার বাজার মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী দাবী পূরণ করা হয়।

৩। গড় বীমাপত্র (Average policy): ধরুন, একটি শপিং সেন্টারের বিভিন্ন দোকানী বীমাগ্রহীতাদের বীমার জন্যে প্রস্তাবিত বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের বীমাপত্র গ্রহণ করেন, কেউবা বাজার মূল্য বা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যের বীমাপত্র গ্রহণ করতে পারেন। এখন প্রশ্ন হল ক্ষতি সংঘটিত হলে কীভাবে দাবী পূরণ করা হবে। গড়পড়তা নীতি অনুযায়ী কম মূল্যের বীমাগ্রহণ করলে সে অনুপাতে সমন্বিত করে ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হবে।

নিচে বর্ণিত সূত্রানুযায়ী বীমাদাবী নির্ধারণ করা হয়।

আনুপাতিক অংশ = বীমাপত্রের মূল্য, দুর্ঘটনার সময় বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্য এবং বীমাদাবী= বীমাপত্রের মূল্য বা বীমাকৃত মূল্য দুর্ঘটনাকালীন বিষয়বস্ত প্রকৃত মূল্য ক্ষতি

ধরুন ৬০,০০০ টাকা মূল্যের একটি বাড়ি গড় বীমাপত্রের অধীনে ৩০,০০০ টাকায় বীমা করা হল। পরে বাড়িটি আগুনে পুড়ে গেল। এতে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে, বীমাগ্রহীতা বীমাকারীর কাছ থেকে বীমাদাবী হিসেবে যে টাকা পাবেন তাহল:

$$\text{বীমাদাবী} = \frac{৩০০০০}{৬০০০০} \times ১৫০০০$$

=৭,৫০০ টাকা।

বিষয়বস্তুর বীমাকৃত মূল্য যদি বাজার মূল্য বা প্রকৃত মূল্যের সমান হয় অথবা বেশী হয়, তাহলে গড় নীতি প্রয়োগ হয় না। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সম্পত্তির জন্য একাধিক বীমাপত্র থাকে। এর যে কোন একটি বীমাপত্রের গড় নীতি যুক্ত থাকলেই প্রত্যেকটি বীমাপত্রে এ নীতি কার্যকর হবে।

৪। বিনির্দিষ্ট বীমাপত্র: এ ধরনের বীমায় বিষয়বস্তুর পুরোমূল্যের বীমা করা হোক আর না হোক, ক্ষতি হলে বীমাকারী চুক্তিতে উলে-খিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকেন। কোন অবস্থায় কোম্পানী ঐ নির্দিষ্ট অর্থের বেশী বা কম প্রদান করতে পারে না। যেমন ধরুন, বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা হল ২৫,০০০ টাকা। পরে আগুণে ক্ষতি হল ১৫ হাজার টাকার অগ্নি বীমাপত্র গ্রহণ করা হলো। অগ্নিকান্ডের ফলে যদি ক্ষতির পরিমাণ ১০,০০০ টাকা হয়, তাহলেও তিনি ক্ষতিপূরণ ঐ ১৫,০০০ টাকাই পাবেন। চুক্তিতে যা উল্লেখ থাকে তাই পূরণ করা হবে। তাই প্রকৃত ক্ষতিপূরণের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকে না।

৫। ভাসমান বীমাপত্র (Floating Policy): এ ধরনের বীমাপত্র একজন মালিকের একাধিক স্থানে রক্ষিত পণ্য বা সম্পত্তির জন্যে গ্রহণ করা হয়। যদি তিনি তার সম্পত্তির জন্য মাত্র একটি বীমপত্র ক্রয় করেন তাহলে সেটি হবে ভাসমান বীমাপত্র। মজুদপণ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ ধরনের বীমা করা হয় এবং বীমা গ্রহীতা একাধিক বিক্ষিপ্তভাবে রক্ষিত পণ্যের একটি মাত্র বীমা গ্রহণ করেন। এজন্য গড় সেলামী বের করা একটু জটিল।

৬। বাড়তি বীমাপত্র (Excess Policy): অনেক ব্যবসায়ীর মজুদ মালের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে না, বরং সব সময় এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তাদের বেলায় বাড়তি বীমাপত্র উপযোগী। এক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা, যে পরিমাণ মজুদ পণ্য তার কাছে সর্বদা বিদ্যমান থাকে তার জন্য একটি সাধারণ বীমাপত্র এবং বাড়তি পরিবর্তনশীল পণ্যের জন্য অন্য একটি বীমাপত্র গ্রহণ করেন। অভিজ্ঞতার আলোকে বীমাগ্রহীতা, সর্বনিম্ন পণ্যের মজুদ পণ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। বাড়তি মজুদ পণ্যের প্রকৃত মূল্য প্রতি মাসে ঘোষণা করতে হয়। পরে এ সমস্ত ঘোষণার মাসিক গড় বের করে প্রিমিয়াম নির্ণয় করা হয়। এ ভাবে একই মজুদ পণ্যের জন্য দুটি বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়। প্রথম বীমাপত্রটিকে প্রথম ক্ষতির বীমাপত্র এবং পরের বীমাপত্রটিকে বাড়তি বীমাপত্র বলা হয়। দেখতেই পারছেন এ বীমাপত্রটি খুব সুন্দর এবং গ্রাহকের জন্য এটি খুব লাভজনকও বটে।

৭। ঘোষণাযুক্ত বীমাপত্র (Declaration Policy): এ বীমাপত্রটি বাড়তি বীমাপত্রের অসুবিধাসমূহ দূর করার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। এ বীমাপত্রে, একটি সময়ে মজুদপণ্যের সর্বোচ্চ বীমাকৃত মূল্যের উল্লেখ থাকে। বীমাকৃত মূল্যের উপর সাময়িকভাবে প্রিমিয়ামের একটা অংশ সাধারণতঃ ৭৫% ভাগ, চুক্তি সম্পাদনের সময় প্রদান করতে হয়। বার মাসের ঘোষণার একটা গড় সীমা বছরের শেষে বের করা হয়। আর ঐ গড় পরিমাণের উপর ভিত্তি করে বীমাকিস্তি নির্ণয় করা হয়। এভাবে প্রদত্ত প্রিমিয়াম আপেক্ষা যদি নির্ণীত প্রিমিয়াম কম হয়, তাহলে বীমাগ্রহীতা তা ফেরৎ পাবেন; আর যদি তা বেশী হয় তবে যত টাকা বেশী হয় ঠিক তত টাকা বীমাকারীকে দিতে হয়।

৮। সমন্বয়যোগ্য বীমাপত্র (Adjustable Policy): এ ধরনের বীমাপত্রের বীমাকৃত মূল্য বীমাপত্র গ্রহণকালে প্রকৃত মজুদ পণ্যের মূল্যের সমান হবে। এ মূল্যানুযায়ী বীমাকিস্তি নির্ধারণ করা এবং তা ঘোষণাপত্র দ্বারা বীমাকারীকে অবহিত করতে হবে এবং বীমাকারী উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী বীমাকিস্তির পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করবেন। যতবার মজুদ পণ্য পরিবর্তিত হবে ঠিক ততবারই বীমাকিস্তি সমন্বয়ের বা পুনর্বিন্যাসের দরকার হয়। সাধারণত: বীমাপত্রের মেয়াদান্তে বীমাকাস্তির হিসেব চূড়ান্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, বীমাগ্রহীতা প্রথমে মজুদ পণ্যের মূল্যের সমান একটি সাধারণ বীমাপত্র গ্রহণ করেন এবং পরে মজুদ পণ্য হ্রাস-বৃদ্ধি হলে তা বীমার অন্তর্ভুক্ত করেন।

৯। বাট্টাযুক্ত সর্বাধিক মূল্যে বীমাপত্র (Maximum value with discount Policy): এ ধরনের বীমাপত্রে সারা বছরের মজুদ পণ্যের সর্বোচ্চ মুল্যের বীমা করা হয় এবং সে মূল্যের ভিত্তিতে প্রিমিয়াম দিতে হয়। বছরের শেষে মজুদ পণ্যের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য বাট্টা হিসেব প্রদত্ত এক তৃতীয়াংশ বীমাকিস্তি বীমাগ্রহীতাকে বেরৎ দেয়া হয়। এ ধরনের বীমাপত্রে ঘোষণার ঝামেলা পরিহার করা যায় এবং সর্বাধিক মূল্যের সহজ বীমা গ্রহণ করা যায়।

১০। পুনঃস্থাপন বীমাপত্র (Replacement Policy): এ ধরনের বীমাপত্রে অর্থ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। ক্ষতিপুরণ না দিয়ে উক্ত সম্পত্তি পুনরায় প্রতিস্থাপন (Replacement) করা হয়। এর ফলে ব্যবসায়ী নিজের াবস্থায় ফিরে গিয়ে তাঁর ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে। একে পুরোনো প্রদীপের বদলে নতুন প্রদীপ বীমাপত্র (New lamp for the old policy) বলা হয়।

১১। অগ্নি-নিবারণ বিকল বীমাপত্র (Sprinkler Leakage Policy): বড় বড় দালানে অগ্নি নিবারনী যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এবং আগুনের ধূঁয়া নির্গত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা চালু হয়। আকস্মিকভাবে স্বয়ংক্রিয় অগ্নি নিবারনী যন্ত্রাদি বিকল হয়ে তার থেকে পানি থেকে বীমাকৃত সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উক্ত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ আদায় কারার জন্যে এ ধরনের বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়।

অগ্নিবীমার কার্যবালী

সংক্ষেপে অগ্নিবীমার কার্যবলী নিচে বর্ণনা করা হল:

- অগ্নিবীমা বীমাগ্রহীতারের সম্পত্তির নিরাপদ অস্তিত্বের বিপরীতে যে অনিশ্চয়তা বিরাজ করে তার বিশ্চয়তা প্রদান করে;
- সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার ভূমিকা পালন করে
- অগ্নিবীমা সম্ভাভ্য ক্ষতি লাঘবের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা একটি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থারমত;
- অগ্নিবীমা বীমাগ্রহীতাদের কাছ থেকে প্রিমিয়াম হিসেবে অর্থ সংগ্রহ ও জমা করে মূলধন সৃষ্টি করে;

পাঠ সংক্ষেপ: ১০.২

অ-মূল্যায়িত বীমাপত্র মূল্যায়িত বীমাপত্রের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ অমূল্যায়িত বীমাপত্রে বীমাদাবীর পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ড় সম্পত্তির বাজার মূল্যে নির্ধারিত হয়। এ ধরনের বীমায় বিষয়বস্তুর পূর্ণমূল্যের বীমা করা হোক আর না হোক, ক্ষতি হলে বীমাকারী চুক্তিতে উলে- খিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকেন। ভাসমান বীমাপত্র (Floating Policy): এ ধরনের বীমাপত্র একজন মালিকের একাধিক স্থানে রক্ষিত পণ্য বা সম্পত্তির জন্যে গ্রহণ করা হয়। ঘোষণাযুক্ত বীমাপত্র (Declaration Policy): এ বীমাপত্রটি বাড়তি বীমাপত্রের অসুবিধাসমূহ দূর করার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। এ বীমাপত্রে, একটি সময়ে মজুদপণ্যের সর্বোচ্চ বীমাকৃত মূল্যের উল্লেখ থাকে। ঘোষণাযুক্ত বীমাপত্র এ বীমাপত্রটি বাড়তি বীমাপত্রের অসুবিধাসমূহ দূর করার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। এ বীমাপত্রে, একটি সময়ে মজুদপণ্যের সর্বোচ্চ বীমাকৃত মূল্যের উল্লেখ থাকে। বাট্রাযুক্ত সর্বাধিক মূল্যে বীমাপত্র এ ধরনের বীমাপত্রে সারা বছরের মজুদ পণ্যের সর্বোচ্চ মুল্যের বীমা করা হয় এবং সে মূল্যের ভিত্তিতে প্রিমিয়াম দিতে হয়। পুনঃস্থাপন বীমাপত্র এ ধরনের বীমাপত্রে অর্থ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। ক্ষতিপুরণ না দিয়ে উক্ত সম্পত্তি পুনরায় প্রতিস্থাপন (Replacement) করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. ক্ষতির সমপরিমাণ পূরণ করা হলে তাকে কী বলে?
   ক) মূল্যায়িত বীমাপত্র খ) অমূল্যায়িত বীমাপত্র
   গ) গড় বীমাপত্র ঘ) বিনির্দিষ্ট বীমাপত্র

২. কোনটির জন্য বাজার মূল্য প্রযোজ্য?
   ক) মূল্যায়িত বীমাপত্র খ) অমূল্যায়িত বীমাপত্র
   গ) গড় বীমাপত্র ঘ) বিনির্দিষ্ট বীমাপত্র

৩. কোনটিতে ক্ষতি যাই হোক বীমাপত্রে উলি- খিত পরিমানের কম বেশী দাবী পূরণ করা হয় না?
   ক) মূল্যীয়ত বীমাপত্র খ) অমূল্যীয়ত বীমাপত্র
   গ) গড় বীমাপত্র ঘ) বিনির্দিষ্ট বীমাপত্র

৪. বিভিন্ন জায়গায় রক্ষিত পণ্যের উপর একটি বীমা করা হলে তাকে কী বলে?
   ক) অমূল্যায়িত বীমাপত্র খ) গড় বীমাপত্র
   গ) বিনির্দিষ্ট বীমাপত্র ঘ) ভাসমান বীমাপত্র

৫. কোন বীমাপত্রে অর্থ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না?
   ক) বির্নির্দিষ্ট বীমাপত্র খ) ভাসমান বীমাপত্র
   গ) প্রতিস্থাপন বীমাপত্র ঘ) ভাসমান বীমাপত্র

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৬. মূল্যায়িত বীমাপত্রের বিবরণ দিন।
৭. গড় বীমাপত্রের বর্ণনা করুন।
৮. অগ্নিবীমার কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
৯. বাড়তি বীমাপত্রের সংজ্ঞা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১০. বিভিন্ন প্রকার বীমাপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

পাঠ- ৩ অগ্নিবীমার উপাদানসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ অগ্নিবীমার সাধারন উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ☞ অগ্নিবীমার বিশেষ উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নিচে উপাদানসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

১। বীমাযোগ্য স্বার্থ (Insurable Interrest): বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ বিদ্যমান থাকে তাকে বীমাযোগ্য স্বার্থ বলে। বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বীমাগ্রহীতার স্বার্থ হানি হয়। বীমাগ্রহীতার স্বার্থ রক্ষিত হলে বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান রয়েছে বলা হয়। বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে যে কোন বীমাচুক্তিই জুঁয়া চুক্তিতে পরিণত হবে। অগ্নিবীমার বিষয়বস্তুতে চুক্তির সময় থেকে ক্ষতিসংঘটনকালীন সময় পর্যন্ড় বীমাগ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। এবার আসুন আমরা জেনে নিই চুক্তিতে কী কী শর্তাবলী থাকলে বুঝবো যে তাতে বীমাযোগ্য স্বার্থের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

- বিষয়বস্তুটিকে হতে হবে দৃশ্যমান যা অগ্নি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে;
- উপাদানটিকে হতে হবে বীমার বিষয়বস্তু;
- বিষয়বস্তুটির অস্তিত্বে বীমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ রক্ষা হবে এবং অবিদ্যমানতায় স্বার্থ বিপর্যস্ত হবে। বীমাযোগ্য স্বার্থ হচ্ছে বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ।

২। চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস (Ultimate good faith): অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস একটি অপরিহার্য উপাদান। উভয় পক্ষকে চুক্তি গঠন থেকে শুরু করে চুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস রক্ষা করে চলতে হবে। কোন সময়ে কোন পক্ষ যদি তথ্য প্রকাশে বা নিজেদের দায়িত্ব ও আনুষ্ঠানিকতা পালনে ব্যর্থ হয়, মিথ্যা বর্ণনার মাধ্যমে বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাহলে চুক্তি বাতিল হবে। সে কারণে যে কোন পক্ষই আইনত অভিযুক্ত হবেন।

৩। ক্ষতিপূরণ (Indemnity): ক্ষতিপূরণ অগ্নিবীমা চুক্তির আর একটি অপরিহার্য উপাদান। আগুনের কারণে বীমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বীমাকারী বীমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। বীমাকারী চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। এ ক্ষতিপূরণের কারণে বীমাগ্রহীতা পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় বা কাছাকাছি অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।

৪। স্থলাভিষিক্ততা (Subrogation): এ নীতি অনুযায়ী বীমাকারী বীমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি সংঘটনের পর বীমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করার পর উক্ত বীমাকৃত বিষয়বস্তুর জন্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে অর্থ প্রাপ্তি হলে তা বীমাকারীই পাবেন-বীমাগ্রহীতা পাবেন না।

৫। শর্তাবলী (Warranties): অন্যান্য চুক্তির মত ন্যয় অগ্নিবীমা চুক্তিতেও কতিপয় অপরিহার্য শর্ত থাকে। তবে কিছু শর্ত ব্যক্ত (Expressed) এবং অব্যক্ত (Implied)। শর্তগুলো যথারীতি পালিত না হলে অগ্নিবীমা চুক্তি বাতিল হবে। বীমাগ্রহীতা বীমাচুক্তি সংশ্লিষ্ট কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ বীমাকারী বীমাদাবী পূরণ করতে অস্বীকার করতে পারে। সুতরাং, অগ্নিবীমা চুক্তিতে যে শর্তাবলী আরোপ করা হয় তা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৬। প্রত্যক্ষ কারণ (Proximate Cause): বীমাকৃত বিষয়বস্তুতে আগুন লেগে বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে অগ্নিবীমায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। কিন্তু আগুন লাগার অনেক কারণ থাকতে পারে। ক্ষতিপূরণের সময় অনুসন্ধান করে দেখা হবে, কোন কারণে প্রকৃতপক্ষে আগুন লেগেছে। যে কারণে প্রকৃতপক্ষে আগুণ লেগেছে, তাকে নিকটতম কারণ বলা হবে। একাধিক কারণে আগুন লাগলে মূল কারণটিই নিকটতম বা প্রত্যক্ষ কারণ। নিকটতম কারণটি যদি বীমাকৃত হয়-তাহলেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে, অন্যথায় নয়।

পাঠ সংক্ষেপ: ১০.৩

বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ বিদ্যমান থাকে তাকে বীমাযোগ্যস্বার্থ বলে। অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাস একটি অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। ক্ষতিপূরণ অগ্নিবীমা চুক্তির আর একটি অপরিহার্য উপাদান। এ নীতি অনুযায়ী বীমাকারী বীমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি সংঘটনের পর বীমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করার পর উক্ত বীমাকৃত বিষয়বস্তুর জন্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে অর্থ প্রাপ্য হলে তা বীমাকারীই পাবেন-বীমাগ্রহীতা পাবেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. বীমার বিষয়বস্তুতে বীমা গ্রহীতার যে আর্থিখ স্বার্থ বিদ্যমান থাকে তাকে কী বলে?
   ক) বিষয়বস্তুগত স্বার্থ খ) ব্যক্তিগত স্বার্থ
   গ) বীমা স্বার্থ ঘ) বীমাযোগ্য স্বার্থ
২. তথ্য গোপন করা হলে বীমা চুক্তির কী হবে?
   ক) বাতিল হবে খ) নতুন চুক্তি হবে
   গ) ক্ষতিপূরণ কম দেয়া হবে ঘ) কোনটি নয়
৩. তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে অর্থ প্রাপ্তি হলে বীমাচুক্তির বেলায় তাকে কী বলে?
   ক) ক্ষতিপূরণ খ) স্থলাভিষিক্ততা
   গ) বীমাযোগ্য স্বার্থ ঘ) কোনটি নয়
৪. যে কারণে ক্ষতিপূরণ করা হয় তাকে কী বলে?
   ক) নিকটতম কারণ খ) দূলবর্তী কারণ
   গ) বহুবিধ কারণ ঘ) দ্বৈত কারণ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৫. বীমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কী বোঝেন?
৬. স্থলাভিষিক্ততার সংজ্ঞা দিন?
৭. **টীকা লিখুন:**
   ক. চূড়ান্ত সবিশ্বাস
   খ. ক্ষতিপূরণ
   গ. প্রত্যক্ষ কারণ

রচনামূলক প্রশ্ন

৮. অগ্নিবীমার সাধারণ উপাদানসমূহের বিবরণ দিন।

পাঠ- ৪ অগ্নিবীমাপত্রের স্বত্বার্পণ ও বিশেষ শর্তাবলী
Assignment of a Fire Insurance Policy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

☞ অগ্নিবীমার স্বত্বার্পণ সম্পর্কে বলতে পারবেন;

☞ অগ্নিবীমার বিশেষ শর্তাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

অগ্নিবীমার চুক্তি প্রকৃতপক্ষে বীমাকারীর ও বীমাগ্রহীতার মধ্যে একটি ব্যাক্তিগত চুক্তি। তাই, বীমাকৃত সম্পত্তি হস্তান্তর করলেও বীমাপত্রে কোন সুযোগ না থাকলে বীমাপত্র হস্তান্তরিত হয় না। সম্পত্তির ক্রেতা বীমাপত্রে কোন স্বার্থ স্থাপন করতে পারবেন না।

স্বত্ব নিয়োগ সাধারনত, দুভাবে করা যায় । যথা ঃ ১) বীমাপত্রের অপর পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর প্রদান করে এবং ২) স্বতন্ত্র কোন দলিল সম্পাদন করে।

অগ্নি বীমাপত্রের বিশেষ শব্দাবলী ও শর্তসমুহ
Special Terms & Conditions (Phraseology) of Fire Insurace Policy

আদর্শ বীমাপত্র (Standard Policy) তে ১১টি শর্ত সন্নিবেশিত হয়। এগুলিকে ব্যক্ত বা উক্ত শর্ত (Expressed Condition) হিসেবেও অভিহিত করা হয়।
নিম্ন সে শর্তগুলি উল্লেখ করা হলোঃ

উপরোক্ত ব্যক্ত শর্তসমূহ সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলোঃ

১। মিথ্যা বর্ণনা (Misdescription): বীমাচুক্তি হলো চুড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের চুক্তি। চুক্তি সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ যদি মিথ্যা বর্ণনা, ভুল তথ্য পরিবেশন বা তথ্য গোপন করে তাহলে সদ্বিশ্বাস বাতিল হবে এবং বীমাচুক্তি বাতিল হবে। এর ফলে বীমাকারীর দাবী পূরণে দায়বদ্ধ হবে না।

২। রদবদল (Alteration): বীমাগ্রহীতা বীমাকারীর বিনা অনুমিতিতে বিষয়বস্তু অন্যত্র সরিয়ে ফেললে, নতুন বিপদজনক বিষয়যুক্ত করলে, বাড়িয়ে ফেললে বা অন্যভাবে পরিবর্তন করলে বীমাকারীর ঝুঁকি অনেক বেড়ে যেতে পারে এতে বীমাকারীর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সুতরাং বীমাচুক্তি বাতিল হবে।

৩। বর্জনসমূহ (Exclusions): অগ্নি বীমা যেসব অগ্নিঝুঁকি গ্রহণ করে সে সম্পর্ক বীমাপত্রে বর্ণনা করেন। আবার, যেসব ঝুঁকি বীমাকারী বর্জন করেন সেগুলো থেকে সংঘটিত কোন ক্ষতি বীমাকারী পূরণ করে দিতে দায়বদ্ধ হন না।

৪। প্রতারণা (Fraud): প্রতারণার কারণে বীমাপত্র বাতিল হবে। আদর্শ বীমাপত্রে প্রতারণা সম্পর্কে যা বলা রয়েছে তা হলোঃ
"If the clain be in any resepect fraudulent or if an frandulent means or devices be use by the insured or anyone acting on his behalf to obtain an benefit under this policy or if any destruction or damage be occasioned by the wilful act or with the connivance of the insured of benefit under this policy shall be forfeited" অর্থাৎ, নিম্নোক্ত অবস্থায় বীমাপত্রের প্রাপ্য সকল সুবিধা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

বীমাগ্রহীতা যদি কোন প্রকার প্রতারণামূলক দাবী উত্থাপন করেন, তাহলে তিনি বীমাপত্রের সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

৫। বীমাদাবী (Claim): ক্ষতির সাথে সাথে বীমাগ্রহীতা বীমাকারীকে অবিলম্বে বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানিয়ে দিবেন। সম্পত্তির ক্ষতির পর ৩০ দিনের মধ্যে বীমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন জিনিসপত্রের একটি বিবরণ প্রস্তত করে নিজ খরচে বীমাকারীর কাছে প্রেরণ করবেন। বীমাগ্রহীতা আরও কিছু সময় চাইলে তাকে বীমাকারীর কাছ থেকে লিখিত সায় (Consent)নিতে হবে।

৬। পুনঃস্থাপন (Reinstatement): ক্ষতি সংঘটিত হলে বীমাকারী ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিবেন অর্থাৎ সম্পত্তি পুনঃস্থাপন করে দিবেন; দেখে যেন মনে হয় কোন ক্ষতি হয়নি। পুনঃ স্থাপন করার অর্থ এই নয় যে সম্পত্তি একদম পূর্বাবস্থায় এনে দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই বীমাকারী বীমাকৃত অর্থের চেয়ে বেশী অর্থ খরচ করতে বাধ্য থাকবেন না।

৭। অগ্নিকান্ডের পর বীমাকারীর অধিকার (Insurer's rights after the fire): ক্ষতিসংঘটিত হওয়ার খবর বীমাকারীর বীমাগ্রহীতার কাছ থেকে অবহিত হওয়ার সাথে।

- বীমাকারী বা প্রতিনিধি ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির দখল নিতে পারেন।
- বীমাকারী বীমাকৃত সম্পত্তির হস্তগত করতে পারেন এবং
- বীমাকারী যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির দখল বজায় রাখতে পারেন এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে এবং উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করতে পারেন।

৮। অংশগ্রহণ ও গড় (Contribution and agerage): অনেক সময় এই সম্পত্তি দুই বা ততোধিক বীমা কোম্পানীর সাথে বীমাকৃত করা হয়। সেক্ষেত্রে ক্ষতি হলে, সেই বীমাকারীকে অবশ্যই সে ক্ষতি আনুপাতিক অংশ বহন করতে হয়।

৯। স্থলাভিষিক্ততা (Subdrogation): এটি হলো ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার পর বীমাকারী যদি বীমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করে এবং বীমাগ্রহীতা যদি উক্ত ক্ষতিপূরন পাওয়ার পরেও তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে বা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি থেকে কিছু উদ্ধার করতে পারেন তার মালিকানা তিনি আর পাবেন না; বরং বীমাকারী পাবেন।

১০। বীমাকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলী শর্তাবলী (Warranties): বীমা চুক্তির মধ্যে অতিরিক্ত কিছু শর্ত লিখিত থাকতে পারে। এসব শর্ত অবশ্য পালনীয়।

১১। সালিসী (Arbitration): বীমাদাবী পূরণের সময় কোন মতানৈক্য দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য পক্ষদ্বয় লিখিতভাবে একজন সালিস (Arbitrator) নিযুক্ত করবেন। একজন দ্বারা সমস্যা নিরসন সম্ভব না হলে দুজন নিয়োগ করবেন এবং তাতেও সম্ভব না হলে আর একজন নিপেক্ষ বিচারক (Umpire) নিযুক্ত করবেন। তিনি সালিসদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে মতানৈক্য দূর করবেন। কোন ব্যাপারে সালিসদ্বয় একমত না হতে পারলে বিচারকের রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সালিসীর বায় না হওয়া পর্যন্ত বীমাগ্রহীতা আদালতে যেতে পারবে না। সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার এক মাসের মধ্যে বিচারক নিয়োগ করতে হবে। সালিসের খরচ কে কতটা বহন করবেন সালিসগণ এবং বিচারক তা স্থির করে দিবেন।

পাঠ সংক্ষেপ: ১০.৪

বীমাচুক্তি হলো চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের চুক্তি। বীমাগ্রহীতা যদি কোন প্রকার প্রতারণামূলক দাবী উত্থাপন করেন, তাহলে তিনি বীমাপত্রের সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। সম্পত্তির ক্ষতির পর ৩০ দিনের মধ্যে বীমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন জিনিসপত্রের বিবরণ অথবা সম্পদের ক্ষতিপ্রস্ত অংশের যথা সম্ভব বিবরণ ও প্রত্যেকটি ক্ষতির পরিমাণ এবং উক্ত সম্পত্তির কোন অংশের অন্য কোন বীমা ছিল কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে একটি হিসবাসহ বিবরণ প্রস্তত করে নিজ খরচে বীমাকারীর কাছে প্রেরণ করবেন। বীমাগ্রহীতা যদি উক্ত ক্ষতিপূরন পাওয়ার পরেও তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে বা ক্ষতির স্থল অথবা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি থেকে কিছু উদ্ধার করতে পারেন তার মালিকানা তিনি আর পাবেন না; বরং বীমাকারী পাবেন। সালিসের খরচ কে কতটা বহন করবেন সালিসগণ এবং মীমাংসক তা স্থির করে দিবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. কোনটির কারণে বীমা চুক্তি বাতিলের কারণ হয়?
   ক) চুক্তির শর্ত পরিবর্তন খ) মিথ্যা বর্ণনা
   গ) প্রতারণা ঘ) সালিশী ব্যবস্থা
২. কোনটি স্থলাভিষিক্ততা চড়িত?
   ক) ১ম পক্ষ খ) দ্বিতীয় পক্ষ
   গ) তৃতয়ি পক্ষ ঘ) কোনটি নয়
৩. কতো দিতের মধ্যে সালিসী করতে হয়?
   ক) ১ মাস খ) ২ মাস
   গ) ৩ মাস ঘ) ৪ মাস

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১০.১

১. গ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১০.২

১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১০.৩

১. ঘ ২. ক ৩. খ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১০.৪

১. ঘ ২. খ ৩. ক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৪. অগ্নিকান্ডের পর বীমাকারী অধিকার বর্ণনা করুন।
৫. অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে সালিসী পদ্ধতির বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

৬. একটি আদর্শ বীমা পত্রের শর্তসমূহ বর্ণনা করুন।